



109201 - নও মুসলমিককে ইসলামী বধি-বধিান কএক ধাপহে শখোনটো হবহে?

প্রশ্ন

নও মুসলমিককে কএ ইসলামরে যাবতীয় অনুশাসন ও বধি-বধিান একধাপহে শখোনটো হবহে; নাকএ ধাপে ধাপে শখোনটো হবহে? এক্ষতেরে মটৌকি বধিবাসগুলটো আগে শুরু করা হবহে; নাকএ ফরয ও হারাম সংক্রান্ত মটৌকি বধি-বধিানগুলটো আগে শুরু করা হবহে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এ প্রশ্নটোতররে মানদণ্ড হচ্ছহে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামরে দাওয়াত দয়োর জন্য যহে দাঈদেরেকে পাঠাতনে তাদরেকে যহে নরিদশে দতিনে সটৌ দখৌ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দাঈদেরেকে ইসলাম প্রচাররে জন্য পাঠাতনে তখন তনি তাদরেকে নরিদশে দতিনে তারা যনে প্রথমহে তাওহীদরে (আল্লাহর একত্ববাদরে) দাওয়াত দয়িে শুরু করে। এরপর নামায়রে দাওয়াত দয়িে। এরপর রযৌ ও হজ্জরে সময় এলে যনে এ দুইটির দাওয়াত দয়িে। তনি মুয়ায (রাঃ) কে ইয়মেনে পাঠয়িছেনে এবং তাকে নরিদশে দয়িছেনে তনি যনে তাদরেকে তাওহীদরে (আল্লাহর একত্ববাদ) দকিে আহ্বান করেনে। যদি তারা এতহে সাড়া দয়িে তাহলে তনি যনে তাদরেকে নামায়রে দকিে দাওয়াত দনে। যদি তারা তাতহে সাড়া দয়িে তাহলে তনি যনে তাদরেকে যাকাতরে দকিে দাওয়াত দনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রযৌ ও হজ্জরে কথা উল্লেখ করেননি। যহেতহে তনি তাকে যখন পাঠয়িছেনে তখন রযৌ ও হজ্জরে মটৌসুম ছিল না। কেননা তনি তাকে পাঠয়িছেলিনে দশম হজিরীর রজব মাসহে; তখনও হজ্জরে বশে কিছু সময় বাকী ছিল। আর রযৌর বিষয়টি হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে হকেমত ছিল যহে, তনি দাওয়াতরে টার্গটেক্ত ব্যক্তদিরেকে ইসলামরে সকল অনুশাসনরে দকিে একসাথহে দাওয়াত দয়িে তাদরেকে ভড়কে দতিনে চাননি। এ ধরণরে হকেমত আল্লাহ তাআলার বাণী: "আপনি আপনার প্রভুর দকিে দাওয়াত দনে হকেমতসহকারে"। [সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫] এর মধ্যে পড়বহে।

ইসলাম গ্রহণ করার অব্যবহতি পরহে ইসলামরে শাখা বধি-বধিানগুলটো (যমেন- দাঁড়িলম্বা রাখা, টৌকনুর নীচে প্যান্ট না পরা) বরণনা করা শুরু করবহে?

এক্ষতেরহে আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ মনে চলা বাঞ্ছনীয়। প্রথমহে ইসলামরে মটৌকি বধি-বধিানগুলটোর দকিে দাওয়াত দতিনে হবহে। যখন ইসলাম তার অন্তরে স্থান করে নবিহে, ইসলামরে প্রতি তার মন প্রশান্ত



হবে তখন ক্রমধারায় প্রথমতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তারপর এরচয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। এটি হচ্ছে- শরয়ি (আইনগত) ও কাউনি (সৃষ্টিগত) নয়িম। দেখুন, ভ্রূণের গঠন কভাবে একটু একটু করে বাড়ে। চারটি ঋতুর পরবর্তন কভাবে ক্রমধারায় হয়ে থাকে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কভাবে ক্রমান্বয়ে ঘটে থাকে। যদি আমরা সকল অনুশাসন মনে চলার নির্দেশে দিতে যাই কিংবা শেখাতে যাই তাহলে লম্বা সময় লগে যাবে এবং হতে পারে এটা তাকে ইসলামের প্রতিবীতশ্রদ্ধ করে তুলবে।[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এর আল-ইজাবাত আলা আসইলাতি জালিয়াত (কম্যুনটিরি প্রশ্নোত্তর)[পৃষ্ঠা- ১/২৭-৩০]